দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 07 FEB 1994 ... ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

গণশিক্ষা কার্যক্রম

অধ্যাপিকা সাইদা রহমান

আমাদের দেশে ২৬% লোক শিক্ষিত। এরা চিঠিপত্র লিখতে, হিসাব নিকাশ রাখতে বা খবরের কাগজ পড়তে এবং বুঝতে পারে। বাকি ৭৪% জন আমাদের দেশে নিরক্ষর। এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রমকেই 'গণশিক্ষা' বলা হয়।

কোন উন্নত দেশই স্বীয় জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণশিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। কারণ 'গণশিক্ষা' সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটায়। শিক্ষা কেবল মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের কাছেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে না, বরং তা সমাজের একেবারে নীচু স্তরের সাধারণ গণমানুষের মধ্যেও পৌছাতে হবে।

শিক্ষা লাভ মানবজীবনের 'ন্যায্য অধিকার। এই মৌলিক অধিকার যাতে মানুষের জীবনের স্তরে স্তরে বাস্তবায়িত হয় সেজন্যে ধর্মগ্রন্থে পর্যন্ত বিশেষ তাগিদ দেয়া হয়েছে। কারণ দারিদ্র্য যেমন জীবনের অভিশাপ, ঠিক তেমনি নিরক্ষরতাও জাতীয় জীবনের অভিশাপ। এই দু'টি কারণে আমাদের দেশে জনসংখ্যার গতি অপ্রতিরোধ্য। জনসংখ্যার উর্ধ্বগতির কারণে সম্পদের অপ্রতুলতায় দারিদ্র্যতা বাড়ছে। দেশের জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ অশিক্ষিত থাকায় সমাজের দুর্গতিকে বাড়িয়ে তুলেছে। অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী অজ্ঞতায় ভোগে,। তাদের কোন দক্ষতা থাকে না। উৎপাদন প্রক্রিয়া তথা উন্নয়ন ধারায় তাদের প্রভাব ইতিবাচক নয়। আমাদের বাংলাদেশে জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ নিরক্ষর থাকার কারণে সর্বদিকে আমাদের পশ্চাৎপদতা বাড়ছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই 'গণশিক্ষা' কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার হার বাড়াতে পারলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারত। বাংলাদেশে দারিদ্রের কারণে এই মুহূর্তে সাধারণ শিক্ষার হার দ্রুত গতিতে বাড়ান সম্ভব হচ্ছে না। তাই বর্তমান সরকার 'গণশিক্ষা' কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার হার বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছেন। এই কার্যক্রমে দরিদ্র পরিবারের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের উদ্যোগে দীর্ঘদিন দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ধরে রাখা সম্ভব কিনা তা তলিয়ে দেখতে হবে। কারণ আমাদের দেশে যে কোন কর্মসূচী প্রথম দিকে খুব উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তা মাঝপথে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। তাই 'গণশিক্ষা' কার্যক্রমে আমাদের শিক্ষার্থীদের স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করতে হবে। যেমন আমাদের দরিদ্র পরিবারের জন্য শিক্ষাকে লাভজনক করে তুলতে হবে। তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের Dropout কমে আসবে। এটা সত্যি যে, আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষার একটি অন্যতম ত্রুটি হচ্ছে এই শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু উচ্চশিক্ষা গ্রহণে প্রস্তুত করায়। অথচ আমাদের দেশে এই মুহূর্তে উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী বাড়ান প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ বিএ অথবা এমএ পাস করে বেকার থাকার চাইতে অল্প শিক্ষিত হয়েও কাজ পেয়ে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ থাকাটাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তাই আমাদের শিক্ষাকে লাভজনক করতে হলে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হবে। এই কার্যক্রম চালু হলে Bigpush বা সজোরে ধাক্কিয়ে শিক্ষার হার দুইচার বৎসরেই ৫০% করা সম্ভব। Bigpush বা সজোরে ধাক্কিয়ে শিক্ষা হার বাড়াতে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কার্যক্রমই যথেষ্ট নয়। বরং শিক্ষা সমাপ্তির পর আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে আয় উপার্জনকারী কাজ পায়, সেই ধরনের পাঠ্যসূচী নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যন্ত চালু করতে হবে। যেমন একজন কৃষকের ছেলে নিম্ন মাধ্যমিক (৫ম শ্রেণী পর্যন্ত) এবং মাধ্যমিক (ম্যাট্রিকুলেট পর্যন্ত) লেখাপড়া করে যেন কৃষিকাজে, দুগ্ধখামার, মৎস্যচাষ বা হাঁস-মুরগি খামার প্রতিষ্ঠায় অংশ নিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারে। সেই সংগে থাকবে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টিসম্পর্কিত জ্ঞান। এ ব্যাপারে 'গ্রামীণ ব্যাঙ্কের' মত আরো সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। কাজেই 'গণশিক্ষা' কার্যক্রমকে বাস্তবমুখী করতে হলে সরকারকে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষাকে দরিদ্র পরিবারের জন্য একটি লাভজনক ইস্যু হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। যাতে করে দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ বিলাসিতা না হয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। পরিবারের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষা যেন লাভজনক হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিশেষ পাঠ্যসূচী অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকতে আগ্রহী দেখা যায় না। বর্তমানে নিম্ন ও মাধ্যমিক পর্যন্ত যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে তা আমাদের সমাজের ছেলেমেয়েদের জন্য কোন বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করছে না। বরং এই শিক্ষা ব্যবস্থা শ্রমবিমুখ করে তুলেছে। ফলে অফিসের পিওনের চাকরিও আজ শিক্ষিত লোকদের জন্য বড় আকাঙ্খার বস্তু। মেধাবীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রেখে সাধারণদের জন্যে বিশেষ শিক্ষা চালু করতে হবে। তাহলে আমাদের দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা একটা নির্দিষ্ট ক্লাস পর্যন্ত পড়ালেখা করে আয়-উপার্জনে সম্পৃক্ত হবে। পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। দারিদ্র্য দূর হবে, জীবনের মান বাড়বে। আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমে আসবে।

কাজেই উপরের আলোচিত বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রেখে (১) দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের জন্য নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাস্তব জীবনে কাজে লাগে এমন বিষয় পাঠ্যসূচীতে অন্তঃর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে মেয়েদেরকে নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলোতে শিক্ষকতার সুযোগ দিতে হবে। তাহলে অভিভাবকরা মেয়েদেরকে লেখাপড়া শেখানকে লাভজনক মনে করবে এবং তাদের আত্মমর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে।

(২) গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্যেও দু'টি Shift চালু রাখতে হবে। যাতে অবস্থাসম্পন্ন ঘরের ছেলেমেয়েরা সকাল Shift-এ এবং দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিকাল Shift-এ পড়ালেখা করার সুযোগ পায়। এতে কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েরা দিনের অন্য সময় কৃষি কাজে তার মা-বাবাকে সাহায্য করেও লেখাপড়ার সুযোগ পাবে।

(৩) গ্রামে ধানকাটার মৌসুমে স্কুল বন্ধ রাখতে হবে। কারণ এ সময় গ্রামে শ্রমিকের মজুরী বেড়ে যায় এবং শ্রমিকের স্বল্পতা দেখা দেয়। এ সময় স্কুল বন্ধ রাখলে শিশুরা কৃষি কাজে মা-বাবাকে সহায়তা করতে সক্ষম হবে। এ ধরনের বিশেষ উদ্যোগ যত শীঘ্র সম্ভব গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। ❑